

তরুকের সাহায্যে অধবিদ্যা বা অধ্যাত্মবাদরে সমস্যার দার্শনিকি সমাধান খাঁজা বুদ্ধরে উদ্দেশ্যে ছিলো না। জগত প্রপঞ্চ থেকে রহাই পাবার জন্যে তিনি নৈতিকি আচারমার্গরে নরিদশেরে মাধ্যমে মূলত ধর্মপ্রচার করছেন। বুদ্ধ কথতি চারটি আর্যসত্যরে মধ্যহে রয়েছে বৌদ্ধধর্মরে দার্শনিকি মাহাত্ম্যও।

এই চারটি আর্যসত্য হলোঃ

- (১) জগত দুঃখময়- সর্বং দুঃখম্ ।
 - (২) দুঃখ সমুদয় বা দুঃখরে হতে আছে- দুঃখসমুদয়ঃ।
 - (৩) দুঃখরে নরিনোখ বা নরিবাগ সম্ভব- দুঃখনরিনোখঃ। এবং
 - (৪) দুঃখনরিনোধরে উপায় বা মার্গ আছে- দুঃখনরিনোধগামিনী প্রতপি।
- অর্থা চার আর্যসত্য হলো- দুঃখরে বদিযমানতা, তার কারণরে বদিযমানতা, তার নরিনোধরে সম্ভাব্যতা এবং তাতে সাফল্য লাভরে পথ বা উপায়। এই চার আর্যসত্যকে বুদ্ধরে চতুঃসুত্রীও বলা হয়।

প্রথমআর্যসত্য :

বুদ্ধরে বোধলিব্ধ প্রথম আর্যসত্য হলো- ‘সর্বম্ দুঃখম্ দুঃখম্’। এই সংসাররে সকল কছিই দুঃখময়। জীবজীবন নরিবচ্ছিন্ দুঃখে পূর্ণ। জন্ম, জরা, বচ্ছদে এবং মৃত্যু অর্থা যা কছি আসক্তপ্রিসূত তাই দুঃখময়। দুঃখ হলো মানব অস্ততিবরে নতিযসাথী। জীবনে সুখ যে নহে তা নয়, তবে সেই সুখ ক্ষণস্থায়ী এবং পরগামে দুঃখই আনো। কনেনা, বুদ্ধরে মতে জীবজীবনে যে আপাত সুখরে উপস্থতি লক্ষ্য করা যায় তা দুঃখরেই নামান্তর। অবদিয়াগ্রস্ত জীব যথার্থ সুখরে পরচিয় জানে না।

দ্বিতীয়

আর্যসত্য :

দ্বিতীয় আর্যসত্যে বুদ্ধ দুঃখরে কারণ বা হতে নরিদশে করছেন। বুদ্ধরে লক্ষ্য ছিলো দুঃখ থেকে জীবরে নরিত্তি। কনিতু জগ দুঃখময় বললেই দুঃখরে নরিত্তি হয় না। আবার কোন কছির নরিত্তি তার কারণরে নরিত্তি-নরিভর। রোগ-নরিত্তি যমেন রোগরে কারণ বা হতেকে নরিত্তি না করে সম্ভব নয়, তমেনা দুঃখ-নরিত্তিও দুঃখরে কারণকে নরিত্তি না করে সম্ভব নয়। বস্তুত কারণরে উপস্থতিহে কার্যরে উপস্থতি ঘটে। একইভাবে কারণরে উচ্ছদেই কার্যরে উচ্ছদে হয়। সুতরাং দুঃখ-নরিত্তিরি জন্ম দুঃখরে কারণ বা হতে জানা প্রয়োজন এবং তার উচ্ছদে কভাবে সম্ভব তার উপায়ও অনুধাবন করা প্রয়োজন। এ কারণে বুদ্ধ দ্বিতীয় আর্যসত্যে দুঃখরে কারণ নরিদশে করছেন।

দুঃখের কারণ কী ? তৃষ্ণা বা আসক্তি- সম্ভোগতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বৈবর্তৃষ্ণা। জগতে যত ইন্দ্রিয়-প্রিয় বস্তু আছে, বিষয় আছে, সে সম্পর্কে চিন্তা ও সম্বন্ধ স্থাপনই তৃষ্ণার জন্ম দেয়। প্রথম আর্যসত্যের দুঃখরূপ পঞ্চ স্কন্ধ লক্ষণই হচ্ছে দুঃখের সমুদয় অর্থা কারণ নামক দ্বিতীয় আর্যসত্য।

বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখের কারণ সম্পর্কে একটি বিশেষ সূত্র আছে। যা বৌদ্ধ দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ ‘প্রতিষমুপাদ’ তত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই সূত্র অনুসারে দুঃখ সৃষ্টির একই কারণ নয়। তাদের মধ্যে একটি ধারাবাহিক শৃঙ্খলা রয়েছে। এই কারণ-শৃঙ্খলা বারোটি নদীন বা সংযোগসূত্র আছে। এগুলো হচ্ছে অবদ্বিষা, সংস্কার, চতেনা বা বজ্জিঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বদেনা বা অনুভূতি, তৃষ্ণা বা ভোগবাসনা, উপাদান বা বিষয়ানুরাগ, ভব, জাতি ও জরামরণ। একে ‘দ্বাদশ নদীন’ও (twelve sources) বলা হয়। এই বারোটি নদীনের কার্যকারণের যে ব্যবস্থাপতি নিয়ম বা শৃঙ্খলা তা অস্থিতির বৃত্ত ‘ভবচক্র’ের বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্য জন্মের সাথে সম্বন্ধ। প্রথম নদীন থেকে আরম্ভ করে কারণ খুঁজতে খুঁজতে অন্তিম নদীনে পৌঁছানো যায়, যার নাম হচ্ছে ‘অবদ্বিষা’, দুঃখের সামগ্রিক কারণ।

বুদ্ধমতে ভবচক্রের (wheel of existence) দ্বাদশ নদীন :

(১) অবদ্বিষা (ignorance) : অবদ্বিষা হলো সকল দুঃখের মূল কারণ। অবদ্বিষা মানে অজ্ঞান। এখানে অবদ্বিষা অভাব-বাচক নয়, বরং বরোধ-বাচক অর্থে প্রতিপাদন হয়েছে। অর্থাৎ অবদ্বিষা মানে জ্ঞানশূন্য নয়, জ্ঞানের বিপক্ষ। যখন যে বস্তু অবাস্তবিকি তাকে বাস্তবিকি ভাবা, সে বস্তু দুঃখময় তাকে সুখময় ভাবা, যে বস্তু আত্ম নয় (অনাত্মা, non-self) তাকে আত্ম ভাবা হচ্ছে অবদ্বিষার প্রতীক। অবদ্বিষা হলো সত্যের সম্বন্ধ জ্ঞানের অভাব। অবদ্বিষার প্রভাবে আমরা অনতি সংসারকে নতি বলি মনে করি। বস্তুর যথার্থ স্বরূপকে না জানার কারণে অবদ্বিষা প্রতিফলিত হয়ে সংস্কারকে উপলব্ধি করে। অর্থাৎ এই অবদ্বিষাজনিত কামনা ও বাসনা থেকে উদ্ভূত হয় আমাদের সংস্কার।

(২) সংস্কার (impression) : সংস্কার হলো আমাদের অতীত জীবনের অভিজ্ঞতার ছাপ। অর্থাৎ পূর্বজন্মের কর্মাবস্থাই সংস্কার। পূর্বজন্মের কর্ম ও অনুভবের দ্বারা উপলব্ধি সুখ ও বাসনাময় বস্তু হলো সংস্কার। সংস্কারের কারণ হচ্ছে অবদ্বিষা। অবদ্বিষাজনিত কর্ম একপ্রকার শক্তি উপলব্ধি করে। এই শক্তি আবার কর্মের ফল সৃষ্টি করে। এক জীবনের সংস্কার পরের জীবনের চিন্তা ও কর্মকে উপলব্ধি করে। ফলে পূর্বজন্মের সংস্কার থেকেই পরজন্মের বজ্জিঞান বা চতেনা উদ্ভূত হয়।

(৩) চতেনা বা বজ্জিঞান (consciousness): আমাদেৰে বজ্জিঞান বা চতেনাৰ কাৰণ হ'লোঁ অতীত জীবনৰে সংস্কাৰ। চতেনা থাকে ব'লেই এই জীবদেহে মাতৃগৰ্ভে দিন দিন বাঢ়তে থাকে, এই বজ্জিঞানৰে দৰুনই শশিৰ শৰীৰ ও মন বৰ্দ্ধিত হয়। অৰ্থাৎ পূৰ্বজন্মৰে সংস্কাৰ চতেন্যৰূপে মাতৃগৰ্ভে আবৰ্দ্ধিত হয় এবং জীবদেহে গঠন কৰে। কাজেই চতেনা থাকে উদ্ভূত হয় জীবদেহে বা নামৰূপ। বৌদ্ধদৰ্শন মতে এই বজ্জিঞান হ'লোঁ প্ৰতিসন্ধি (জন্ম) স্কন্ধ। প্ৰতিসন্ধি ক্ৰমে বা উপপত্তি ক্ৰমে গৰ্ভস্থ পাঁচটি স্কন্ধ (ৰূপ, বজ্জিঞান, বদেনা, সংজ্ঞা ও সংস্কাৰ) হ'লোঁ বজ্জিঞান বা চতেনা। উল্লেখ্য, ভূতব্য়তৰিক্ত অমূৰ্ত তত্ত্বকে বৌদ্ধগণ স্কন্ধ ব'লে।

(৪) নামৰূপ (mind body organism): দৃশ্যমান শৰীৰ ও মনৰে সংবলিত সংস্থানবশিষে হ'লোঁ নামৰূপ। সোজা কথায় দহে-মনৰে সংগঠন। নামৰূপৰে কাৰণ হ'লোঁ চতেনা বা বজ্জিঞান। এই নামৰূপ থাকেই উদ্ভূত হয় আমাদেৰে ষড়ায়তন বা ছয়টি ইন্দ্ৰিয়। ইন্দ্ৰিয়গুণোৰ নবাস শৰীৰে ও মনে। পাঁচ বাহ্যেন্দ্ৰিয় শৰীৰে থাকে ব'লে মনে কৰা হয় এবং ষষ্ঠ ইন্দ্ৰিয় মন হ'লোঁ আন্তৰ। নামৰূপৰে অস্তিত্ব না থাকিলে এই ছয়টি ইন্দ্ৰিয় উদ্ভূত হ'তোঁ না।

(৫) ষড়ায়তন (six sense organs): ষড়ায়তন হ'লোঁ বশিষে বশিষে বশিষ্যযুক্ত পাঁচ জ্ঞানেন্দ্ৰিয় ও মনৰে সঙ্কলন। চক্ৰ, কৰ্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক হ'লোঁ বাহ্য পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্ৰিয় এবং মন হ'লোঁ আন্তৰ ইন্দ্ৰিয়। এই ছয়টি ইন্দ্ৰিয়ই বশিষ্যৰে সাথে সম্পৰ্ক গ্ৰহণ কৰে। ইন্দ্ৰিয়ৰে প্ৰাদুৰ্ভাবকাল হ'লে ইন্দ্ৰিয়, বশিষ্য ও চতেনা বা বজ্জিঞানৰে সন্নিপাতকাল পৰ্যন্ত হ'লোঁ 'ষড়ায়তন'। এই ছয়টি ইন্দ্ৰিয় আছে ব'লেই স্পৰ্শ সম্ভব হয়। কাজেই ষড়ায়তন থাকেই উদ্ভূত হয় আমাদেৰে স্পৰ্শ।

(৬) স্পৰ্শ (sense contact): স্পৰ্শ হ'লোঁ আমাদেৰে ইন্দ্ৰিয়গুণোৰ সাথে তাদেৰে বশিষ্যৰে সংযোগ। যদি বশিষ্যৰে সাথে ইন্দ্ৰিয়ৰে সম্পৰ্ক না হ'লে তবোঁ ইন্দ্ৰিয়ানুভূতি (বদেনা) উদ্ভূত হ'তোঁ না। সুখ-দুঃখাদি কাৰণ জ্ঞানৰে শৰ্ভা উপন্ন হ'বৰ পূৰ্ব অবস্থা হ'লোঁ স্পৰ্শ। এই স্পৰ্শ থাকেই উদ্ভূত হয় আমাদেৰে অনুভূতি বা বদেনা।

(৭) বদেনা বা অনুভূতি (sense experience): আমাদেৰে বদেনা বা অনুভূতিৰ কাৰণ হ'লোঁ স্পৰ্শ। অৰ্থাৎ ইন্দ্ৰিয়ৰে দ্বাৰা উপন্ন অনুভবই বদেনা। বুদ্ধমতে ইন্দ্ৰিয়ৰে দ্বাৰা জীবৰে সুখাত্মক অনুভূতি হয় (যা জীবৰে তৃণাক মথুনৰে পূৰ্ব্বে যো-যাব

মথৈনরাগরে সমুদাচার না হয় সে-যাব অবস্থা), তাকে ‘বদেনা’ সংজ্ঞা দয়ো হয়ছে। এই বদেনা থকেই উদ্ভূত হয় আমাদরে তৃষ্ণা বা ভোগ-বাসনা।

(৮) তৃষ্ণা বা ভোগবাসনা (craving): শব্দ, স্পর্শ, রূপ ইত্যাদি বসিয়রে বা ভোগ্যবস্তুকে ভোগ করার বাসনাই হলো তৃষ্ণা। অর্থা তৃষ্ণা হচ্ছ বসিয়লাভরে তীব্র ইচ্ছা। তৃষ্ণার কারণে জীব সাংসারিক বসিয়রে পশ্চাতে অন্ধরে মতো দাঁড়ায়। ভোগ ও মথৈনরে কামনাকারী জীবরে অবস্থাই হচ্ছ তৃষ্ণা। রূপাদি কামগুণ ও মথৈনরে প্রতি রাগরে সমুদাচার তৃষ্ণার অবস্থা। এর অন্ত হয় যখন এই রাগরে প্রভাব থকে জীব ভোগরে পর্যেষ্টি আরম্ভ করে। এই তৃষ্ণা থকেই উদ্ভূত হয় উপাদান বা বসিয়রে প্রতি অনুরাগ।

(৯) উপাদান বা বসিয়ানুরাগ (mental clinging): উপাদান হলো জাগতিক বসিয়রে প্রতি অনুরাগ বা আসক্তি। য়ে জীব ভোগরে পর্যেষ্টিতে দাঁড়-ঝাঁপ করে তার সেই অবস্থা হচ্ছ উপাদান। এই উপাদানের কারণ হলো তৃষ্ণা এবং এই উপাদান থকে উদ্ভূত হয় ভব বা পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণরে প্রস্তুতি।

(১০) ভব (tendency to be born): ভব কথার অর্থ হলো পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণরে প্রবৃত্তি বা ব্যাকুলতা। মানুষ বা জীবরে মধ্যে জন্মগ্রহণরে প্রবৃত্তি বদ্যমান থাকায় তাকে জন্ম গ্রহণ করতে হয়। এই প্রবৃত্তি জীবকে জন্ম নতিে প্রেরতি করে। উপাদানবশে জীব কর্ম করে, যার ফল হচ্ছ অনাগত ভব। ‘ভব’ হচ্ছ কর্ম যার দরুন জন্ম হয়। এ হচ্ছ কর্মভাব। য়ে অবস্থায় জীব কর্ম করে তা হচ্ছ ভব। য়েহেতুে ভব থকে উদ্ভূত হয় জাতি বা জন্ম, কাজেই পুনর্জন্মরে কারণ হলো ভব।

(১১) জাতি (rebirth): জাতি শব্দরে অর্থ হচ্ছ জন্ম। এ হচ্ছ পুনঃ প্রতসিন্ধি (জন্ম), অর্থা পুনর্জন্ম। মরণান্তর প্রতসিন্ধি কালে পঞ্চস্কন্ধ হচ্ছ জাতি। প্রত্য়ুপন্নভবরে আলাোচনায় য়ে অঙ্গকে ‘বজ্জিগ্ণান বা চতেনা’ নাম দয়ো হয় তাকে অনাগত ভবরে সমীক্ষায় ‘জাতি’ বলা হয়। (সংশ্লিষ্ট দার্শনিকি পরতিষায় বসিয়টি অনুধাবনে য়ে জটিলি আকার ধারণ করে বাস্তবে তা এতো জটিলি নয়; প্রথম আর্যসত্য দ্রষ্টব্য)। সোজা কথায়, জীব যদি জন্মগ্রহণ না করতো বা শরীর ধারণ না করতো তাহলে তাকে জরামরণরে অধীন হতে হতো না। কাজেই জীবরে জরামরণরে কারণ হলো জাতি বা জন্ম।

(১২) জরামরণ (old age and death): জরামরণ মানে জরা ও মরণ। আক্শরিকি অর্থে বার্ধক্য ও মৃত্যু। বৌদ্ধদর্শনে ‘জরামরণ’ বলতে রোগ, শোক, নরাশা ইত্যাদি

সাংসারিক সমস্ত দুঃখকেই বুঝানো হয়েছে। জীবের জরামরণ উদ্ভূত হয় তার জাতি বা জন্মের কারণে। তাই জরামরণাদি হলো সকল দুঃখের কারণ।

এই বারোটি নদীনরে মধ্যে প্রথম দুটি পূর্ববর্তী জীবনে, পরে আটটি বর্তমান জীবনে এবং শেষে দুটি ভবিষ্য জীবনে কার্যকরী হয়। এখানে মূল কারণ অবদ্বি। অবদ্বিয়ার কারণে জীব বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না বলে তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হতে পারে না এবং বার বার জন্মচক্রে পতিত হয়ে দুঃখ থেকেও মুক্ত হতে পারে না। এই অবদ্বি থেকেই অন্য নদীনগুলি আবর্তিত হয়ে ‘ভবচক্রে’ অর্থাৎ অসত্ত্বের বৃত্তকে বারবার আবর্তিত করছে। তাই এই চক্রেটির আবর্তনকে ব্যাখ্যা করা যায় এভাবে-

[	অতীত	জীবন	বা	পূর্বজন্ম	]
>১. অবদ্বি > ২. সংস্কার >					
[	বর্তমান	জীবন	বা	এ	জন্ম
>৩. চেনা					বা
বজ্রাণ > ৪. নামরূপ > ৫. ষড়ায়তন > ৬. স্পর্শ > ৭. বদেনা > ৮. তৃষ্ণা > ৯. উপাদান >					
[	ভবিষ্য	জীবন	বা	পরজন্ম	]
>১০. ভব > ১১. জাতি > ১২. জরামরণ > (১. অবদ্বি)					

তৃতীয় আর্যসত্য :

গৌতম বুদ্ধের মতে দুঃখ নিরোধ সম্ভব। যহেতু প্রতিটি কার্যেরই কারণ আছে সহেতু দুঃখেরও কারণ আছে এবং দুঃখের কারণগুলোকে রোধ করতে পারলেই দুঃখনিরোধ সম্ভব হবে। এই দুঃখনিরোধ অর্থাৎ বিনাশের সাধনকেই বুদ্ধ নির্বাণ বলেছেন, যার পাল্লিপিপ হচ্ছে ‘নির্বান’।

দুঃখের নিরোধ অর্থাৎ নাশই হচ্ছে নিরোধসত্য। বিনাশ ভেদে নিরোধ দুই প্রকার। প্রতসিংখ্যা অর্থাৎ বুদ্ধপূর্বক বিনাশ এবং অপ্ৰতসিংখ্যা অর্থাৎ অবুদ্ধপূর্বক বিনাশ। নির্বাণলক্ষণ নিরোধসত্য প্রতসিংখ্যানিরোধ কৌটির (পর্যায়ের) অন্তর্গত। অতএব নির্বাণই দুঃখের নিরোধ এবং তা নিরোধসত্য।

দুঃখের কারণ যত তৃষ্ণা তাকে দৃঢ়ভাবে সংযত করে, ক্রমশ পরিত্যাগ করে বিনাশ করাকেই দুঃখবিনাশ বলে। প্রিয় বিষয় এবং সেই বিষয়ে তত্ত্ব-নির্গমে সংশয় থেকে যখন তৃষ্ণা বন্ধ হয় তখনই তৃষ্ণার নিরোধ সম্ভব। তৃষ্ণানাশ হলোই উপাদানের (বিষয় সংগ্রহের) প্রবণতা নষ্ট হয়। উপাদানের নিরোধে ভল্লোকের অর্থাৎ পুনর্জন্মগ্রহণ প্রবণতার নিরোধ হয় এবং তা থেকেই পুনর্জন্মের বিনাশ। জন্মের নিরোধ থেকেই বার্ধক্য, মৃত্যু, শোক, ক্রন্দন, দুঃখ, মানসিক কষ্ট এবং

বাঞ্ছাট ও জটিলতা দূর হয়। এভাবেই হয় দুঃখের নরিনোধ। এই দুঃখ নরিনোধই বুদ্ধের সমুদয় দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু।

বুদ্ধের মতে নরিনাগরে দ্বারা পুনরুজন্ম বুদ্ধ হয় এবং তার সাথে সাথে দুঃখ হতে মুক্তি লাভ হয়। নরিনাগরে অবস্থা পূর্ণ শান্তি, স্থরিতা এবং তৃণাবহীনতা। নরিনাগরপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অরুহ বলা হয়।

চতুর্থ আরুসত্ব :

বুদ্ধদেবের মতে দুঃখনবৃত্তির উপায় আছে এবং সেই উপায় হল এই চতুর্থ আরুসত্বে বরণতি অষ্টাঙগিকি মার্গ।

বুদ্ধের মতে ভোগবলাসে জীবন যাপন করা অনুচতি ও দুঃখময়। তমেরি ব্রত উপবাস প্রভৃতির দ্বারা শরীরকে উপীড়ন করারও প্রয়োজন নহে। তিনি পুরোপুরি মধ্যম মার্গের সমর্থক। এই মধ্যম মার্গের আটটি অঙ বা উপদশে রয়েছে বলে তা ‘অষ্টাঙগিকি মার্গ’ নামে প্রসিদ্ধ। এই অষ্ট অঙ হলো- সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। বুদ্ধমতে এই অষ্টাঙগিকি মার্গই আরু বা শ্রেষ্ট। অষ্টাঙগিকি মার্গের এই আটটি উপদশেকে জ্ঞান (প্রজ্ঞা), সদাচার (শীল) এবং যোগ (সমাধি) এই তিনিভাগে ভাগ করা হয়েছে।